

## বিপন্ন অবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপন্ন অবস্থা মহিলা ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। নানাবিধ সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার কারণে পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন মহিলাদের উপর অধিক মাত্রায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সচরাচর দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মহিলারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে পারিবারিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য তাদের উপর চাপও বেশি পড়ে। ফলে আয়মূলক কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণে বাঁধার সৃষ্টি করে। দুর্যোগের সময় মহিলারা সন্তানসহ ঘরের যাবতীয় সম্পদ সুরক্ষায় বেশি ভূমিকা পালন করে। আবার দুর্যোগের পর ঘর গোছানোর কাজেও বেশি সময় দিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট খরা, বন্যা, ঝড়, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদির কারণে খাদ্যের যোগান, স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতার সংকট সৃষ্টি হয়। এগুলো যোগাতে মহিলাদের উপর কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। আয়মূলক কাজের অনিশ্চিয়তা দরিদ্র মহিলাদের উপর অধিক মাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের অজ্ঞতা মহিলাদের মাঝে অধিকতর। সে কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে তারা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে না। ১৯৯১ সালের বন্যায় বাংলাদেশে মহিলাদের মৃত্যুর হার পুরুষের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি ছিল।

## ঝুঁকি

- পুরুষের চেয়ে মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ কম, সে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়ে তাদের জ্ঞান লাভের সুযোগ সীমিত।
- আগাম দুর্যোগের তথ্য সাধারণত পুরুষদের জানানো হয় বা তারা জানতে পারে। মহিলারা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি থেকে প্রায়শঃই বঞ্চিত হয়। ফলে তারা সঠিক সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না বিধায় অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মহিলারা সাঁতার বা গাছে ওঠার দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। ফলে সাইক্লোন ও বন্যায় তারা সহজেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।
- খরার সময়ে মহিলাদের অনেক দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এতে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির পাশাপাশি সময়ের অপচয় হয় এবং তাদের উপর চাপ বেশি পড়ে।
- পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়ে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সীমিত। তাই তারা দুর্যোগের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- খরায় গরমের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দেশী চুলায় রান্নার কাজে অধিক সময় ব্যয় করার জন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- দুর্যোগের সময়ে মহিলারা তাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থার কারণে (গর্ভবতী মহিলা, সদ্যজাত সন্তানের মা) পুরুষের তুলনায় বেশি মাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- আশ্রয় কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকার জন্য অনেক মহিলা লাঞ্ছনার শিকার হয়। এ কারণে অনেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসে না। ফলে তাদের জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- দুর্যোগের সময়ে পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্য ছাড়া মহিলারা ঘরের বাইরে বা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারে না; তাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঘরে থাকতে হয় এবং দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।



# জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী

## খাপ খাওয়ানোর উপায়

- মহিলাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচি থাকা দরকার। যাতে এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলা ভলান্টিয়ারের উপস্থিতিসহ মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ না করে।
- দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম সতর্কতার তথ্য মহিলারা যাতে সঠিক সময়ে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মহিলাদের পারিবারিক ও গতানুগতিক কাজের চাপ কমিয়ে তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা দুর্যোগ বা পরিবেশের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ এবং সেই মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য ও খাদ্যের নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে মহিলাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে; যাতে তারা এসকল ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।
- পারিবারিক স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় মহিলাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় তাদের অধিকতর ক্ষমতায়ন করতে হবে।
- মহিলাদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকির ধরন, প্রভাব ও ব্যাপ্তি সংক্রান্ত গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেডার সমতা আনয়ননীতি পর্যালোচনা করে এর সঠিক বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

